শ্রীমৎ স্বামী রামানন্দজী মহারাজ
হে মহাজীবন ! লহ প্রণাম

সঙ্ঘের সপ্তম সভাপতি
পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রামানন্দজী মহারাজ স্মরণে

সঙ্ঘের জ্যোতির্ময় আকাশ থেকে আরও একটি উজ্জ্বলতর জ্যোতিষ্ক ভূপতিত হল। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সপ্তম সভাপতি পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রামানন্দজী মহারাজ গত ১৪ই মার্চ, ২০১৪ শুক্রবার বৈকাল সাড়ে পাঁচটায় শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে বিলীন হয়েছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় এক শত বছর। তিনি শেষের দিকে বেশ কিছুদিন যাবৎ বার্ধক্যজনিত রোগে অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন।

সঙ্ঘের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা — সভাপতি ছিলেন — স্বয়ং সঙ্ঘনেতা ভগবান যুগাচার্য শ্রীশ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ। দ্বিতীয় সভাপতি ছিলেন — আচার্যদেবের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ লীলা-সহচর পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজ। তৃতীয় সভাপতি ছিলেন — সঙ্ঘ দেবতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লীলা-পার্ষদ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজ। চতুর্থ সভাপতি—আবাল্য লীলা-সহচর ভক্তশ্রেষ্ঠ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অরূপানন্দজী মহারাজ। পঞ্চম সভাপতি — সঙ্ঘের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রচারক-সন্ন্যাসী পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অক্ষয়ানন্দজী মহারাজ। ষষ্ঠ সভাপতি — তাঁর অন্যতম কৃপাধন্য লীলা-পার্ষদ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ত্রিদিবানন্দজী মহারাজ।

ইং ২০১২ সালে ১০ই অক্টোবর তাঁর দেহরক্ষার পর শ্রীমৎ স্বামী রামানন্দজী মহারাজ সঙ্ঘের গৌরবময় সপ্তম সভাপতি পদে আসীন হন। তিনি ছিলেন — ভগবান আচার্যদেবের স্বহস্তে সন্ন্যাসপ্রাপ্ত ও তাঁর সর্বশেষ লীলা-সহচর। তাঁর জীবনাবসানে একটি যুগের অবসান হল। এরপর থেকে এই মহান্ সঙ্ঘের পরিচালনার ভার দ্বিতীয় প্রজন্মের হস্তে অর্পিত হল।

আমাদের এই সঙ্ঘে সাধারণতঃ পূর্বাশ্রমের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা বা বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া হয় না। সেজন্য স্বামীজীদের পূর্বাশ্রমের কথা বিশেষ কিছু জানা যায় না। যতটুকু জানা গিয়াছে — পূর্বাশ্রমে পূজ্য স্বামীজীর নাম ছিল — হীরালাল। তাঁর জন্ম হয় ইং ১৯১৪ সালে ফরিদপুর জেলার উপসী পোস্ট অফিসের অধীনে আক্‌শা গ্রামে, কোন এক ভক্ত-পিতামাতার গৃহে। উচ্চবিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময়েই তিনি

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং মহাত্মা গান্ধীর বিশেষ প্রশংসার পাত্র হয়েছিলেন। ইং ১৯৩৮ সালে পরম আরাধ্য শ্রীশ্রীসঙ্ঘদেবতার আকর্ষণে তিনি সঙ্ঘের ত্যাগী সন্তানরূপে যোগদান করেন। পরে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘনেতা ভগবান্ আচার্যদেব বাজিতপুর সিদ্ধপীঠে শ্রীশ্রীমাঘী পূর্ণিমার পুণ্যলগ্নে যে ছয়জন ভাগ্যবান্ সন্তানকে শেষবারে সন্ন্যাসদান করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন — এই পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রামানন্দজী মহারাজ।

শ্রীভগবান জগতের কল্যাণ সাধনের জন্য যখন ধরাধামে অবতীর্ণ হন, তখন স্বর্গের শুদ্ধ পবিত্র স্বভাব দেবগণকেও তাঁর লীলাকার্যের সহায়তার জন্য সঙ্গে নিয়ে আসেন। সেরূপ প্রায় ৮০ জন দেববালককে সঙ্ঘনেতা শ্রীভগবান আচার্যদেব এবার তাঁর সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ দেববালক ছিলেন — আমাদের এই শ্রীমৎ স্বামীজী মহারাজ।

শ্রীমৎ স্বামীজী সমগ্র জীবন একনিষ্ঠভাবে আচার্যদেবের নির্দেশ অনুসারে সমগ্র ভারতে সঙ্ঘের সেবা ও প্রচারকার্যে নিয়োজিত ছিলেন। বিশেষতঃ ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন ত্রাণ ও সেবাকার্যে তিনি সফলভাবে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে — আচার্যদেবের মহাপ্রয়াণের পর বাজিতপুর সিদ্ধপীঠ বাংলাদেশে থাকায় বিদেশে পরিণত হয়। তখন সিদ্ধপীঠের জীর্ণ মন্দির ও গৃহাদি সংস্কারের জন্য লোকাভাব ও অর্থাভাব হয়। শ্রীমৎ স্বামীজী অক্লান্ত পরিশ্রম করে স্থানীয় মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে সিদ্ধপীঠের মন্দির ও গৃহাদি নূতনভাবে সংস্কার ও নির্মাণ করেন। এমনকি আচার্যদেবের পরিত্যক্ত পৈত্রিক গৃহাদিও সম্পূর্ণ নূতনরূপে সংস্কার করে তার সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। সিদ্ধপীঠে বিশাল যাত্রীনিবাস নির্মাণ ও পার্শ্ববর্তী খালের ভাঙন থেকে সিদ্ধপীঠকে রক্ষার জন্য খালের পাড় সম্পূর্ণ বাঁধানো হয়েছে। এভাবে সিদ্ধপীঠকে তিনি সুন্দরভাবে সুরক্ষার ব্যবস্থা করে গেছেন। নূতনভাবে বিশাল নাটমন্দিরও তৈরি করে গেছেন। এ বিষয়ে পূজ্য স্বামীজীর অবদান সমস্ত সঙ্ঘ-সন্তানদের ও সঙ্ঘ-ভক্তদের বিশেষভাবে স্মরণীয়।

এই পবিত্রাত্মা, এই সঙ্ঘে শ্রীভগবানের এ যুগের শেষ লীলা-সহচর পূজ্য শ্রীমৎ স্বামীজীর শ্রীচরণে সহস্র কোটি ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করি।

—স্বামী অরুণানন্দ

সভাপতি বরণের সময় স্বামীজী

জামসেদপুরে কুষ্ঠ কলোনীতে স্বামীজী

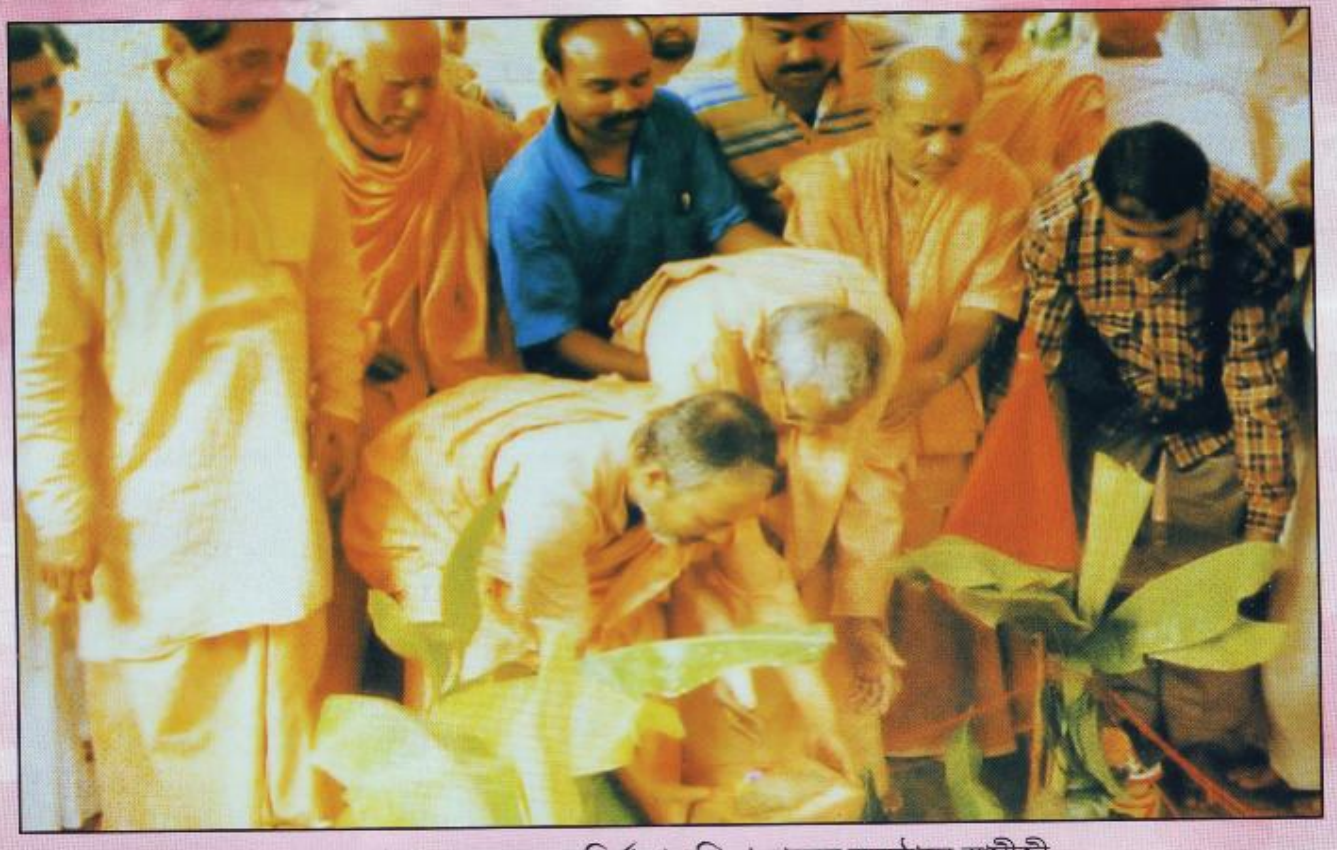

কোলকাতার নতুন ভবন নির্মাণের শিলান্যাসের অনুষ্ঠানে স্বামীজী

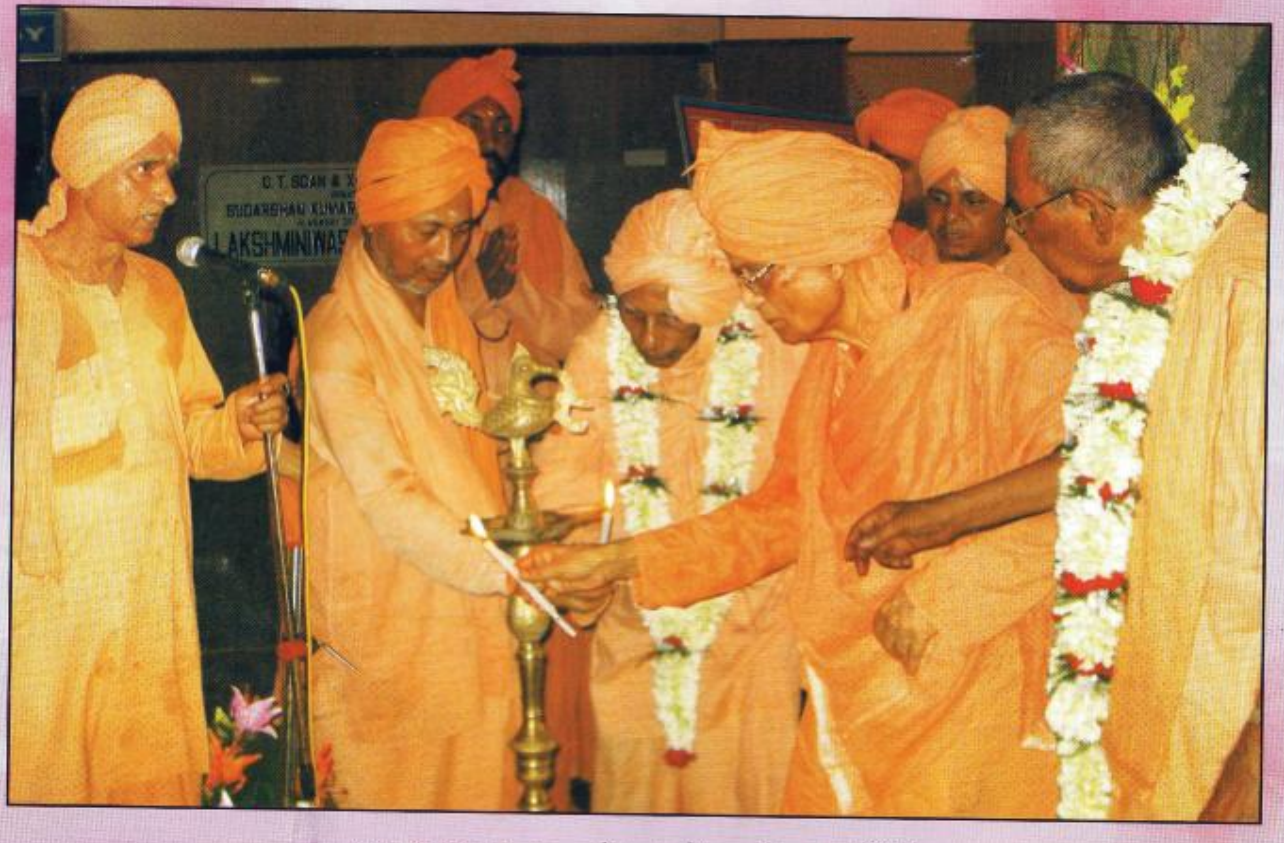

জোকা হাসপাতালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বামীজী

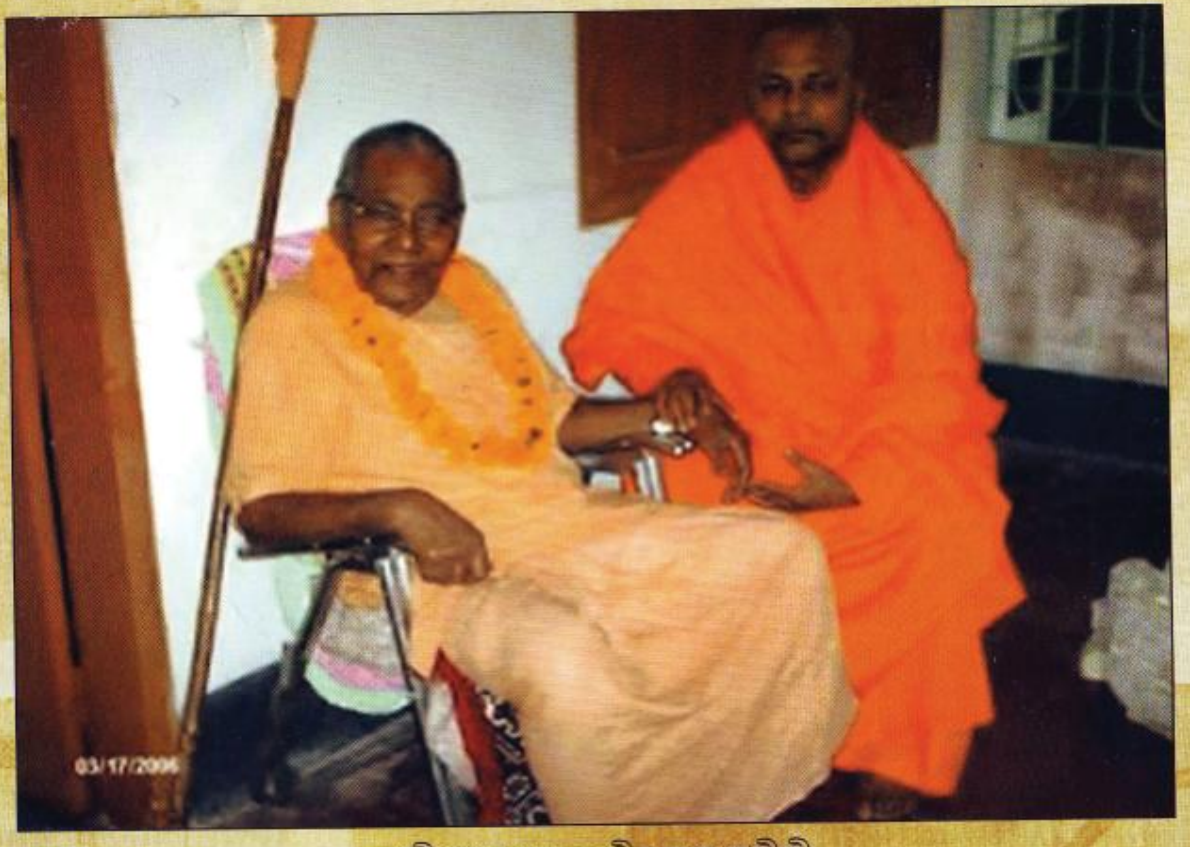

স্বামী অমরনাথানন্দজীর সঙ্গে স্বামীজী